ছড়ার বই

BANGLADARSHAN.COM

অজিত দত্ত

আসল কথা

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসক কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁচকাঁদুনি
একটি করে ফূর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে
একটি খুশির মূর্তি।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটী আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা-তা।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে-আদর
চর্কিবাজি ছোটে॥

১৯৪৯

BANGLADARSHAN.COM

তিন ভাই বোন

ভোর থেকে সন্ধ্যা খেলা করে তিন ভাই বোন,
কিছুতে মানে না মানা মা যত ডাকেন ‘শোন্ শোন্।’
তিন জন ভাই বোন দিন-ভোর করে হুল্লোড়,
হাসির পাপড়িগুলি দমকা বাতাসে চলে উড়ে,
হাসির ফুলকিগুলি ঝরে পড়ে ঘাসের উপর–
হরিণ ছানার মত তিনজন খেলে রোদ্দুরে।
তিন জন ভাই আর বোন
কিছুতে দেয় না কান মা যত ডাকেন ‘শোন্ শোন্।’

মা যত ডাকেন তত হাওয়া ডাকে ‘শোন্ শোন্ শোন্’,
হাওয়ার ছন্দে নাচে দুরন্ত তিন ভাই বোন;
পাখির পালক যেন–হাল্কা শরীর
পাখির মতন তারা ভারি অস্থির।

BANGLADARSHAN.COM

হাত ধরে নাচে তিন ভাই বোন–এলোমেলো চুল,
কখনো লুকোয়–যেন শরতের চাঁদ,
যেন তিন প্রজাপতি, তিনজন করে চুলবুল,
দুরন্ত তিনটিকে নিয়ে মা’র বিষম ফ্যাসাদ!

তিন জন ভাই বোন হয়রান করেছে মাকে,
‘শোন্ শোন্’ দুয়ারে মা মিছেই ডাকে,
রোদ্দুর হাওয়া আর মাঠের টানে
তিন ভাই বোন আর মানা না মানে।

১৯৪৮

রোদের গান

ওই মেঘ কেটে গেল উঠে গেলো রোদ,
রোদ এলো ঠিক যেন সোনালি আমোদ।
বৃষ্টির দুষ্টুটা বেয়াদব ভারি,
খিট্‌খিটে হিংসুটে মুখখানা হাঁড়ি।
কুচ্ছিত বিদ্‌ঘুটে মেঘ-দৈত্য,
কাজ নেই ফূর্ত্তি মিয়োনো বইতো!
সোনালি মেঘটা যেন রাজপুত্তুর–
মেঘ-দৈত্যটা ওর মহাশত্তুর;
নীলাকাশে হানা দিতে মেঘ যদি আসে,
তলোয়ারে কেটে দিয়ে রোদ্দুর হাসে।

দ্যাখো দ্যাখো মেঘ কেটে হোল ফর্সা,
হুটোপাটি খেলবার এলো ভরসা,
হুল্লোর দুদ্দাড় মাঠ কাঁপিয়ে,
ঢেউ ঝলকিয়ে জলে পড়ো ঝাঁপিয়ে,
দৌড়ে লাফিয়ে চলো যত ইচ্ছে,
কালো মেঘ কেটে গেছে বিতিকিচ্ছে।
রোদ্দুরে খেলা আর রোদ্দুরে ছুটি,
দুহাতে কুড়াও রোদ ফেলো মুঠি মুঠি,
মন ভরে তুলে নাও তাজা মিঠে রোদ,
রোদ্দুরে হাসি-খেলা ফূর্ত্তি-আমোদ।

রোদ্দুর সুন্দর ঝকঝকে মিঠে,
রোদ্দুর লাখো হাসি ছড়ায় মিনিটে।
রোদ্দুরে রং আলো পাখির আওয়াজ,
রোদের ফরাসে বাজে হাওয়া পাখোয়াজ
রোদের পাপড়িগুলি খসে পড়ে মনে,
আল্পনা কাটে রোদ মনের উঠোনে।
রোদ এলো হাসিমুখে দ্যাখো তাকিয়ে,

BANGLADARSHAN.COM

রোদের আসরে এসে বসো জাঁকিয়ে,
রোদের পেয়ালা ধরে লাগাও চুমুক,
রোদের সোনার রঙে ভরে নাও বুক॥

২২ জুন ১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

একাচোরা

বাঁকাচোরা রাস্তায় একাচোরা সেন
হোগ্‌লার বেড়া এঁটে একলা থাকেন।
রাস্তায় পা দিলেই সস্তা খাতির
পাড়াতুতো খুড়ো জ্যাঠা ভাগ্নে নাতির,
একটুকু আস্কারা যদি দেওয়া যায়
বাড়িতে চড়াও ক'রে বসে আড্ডায়,
একচোরা মশায়ের সয়না এ-সব
পাঁচজন লোক ডেকে নাচ-তাণ্ডব।

বন্ধু ও বান্ধব সন্ধান ক'রে
রাতদিন সাতপাড়া ঘুরে যারা মরে,
যারা যায় সিনেমায় আর পার্কে
তারা ছাড়া দুনিয়ায় বোকা আর কে?
সময়ের করে লোকে বাজে খরচা
আত্মজাহির আর পরচর্চা,
সেই হেতু সুচতুর একাচোরা সেন
দরমার বেড়া এঁটে ঘর্মে ভেজেন।

বাঁকাচোরা রাস্তার একাচোরা সেন
সবাকার মান্য ও গণ্য বটেন।
ছেলেমেয়ে করে যদি হৈ হুল্লোড়,
দুদ্দাড় খেলাধুলো রাতদিন-ভোর,
বাপ-মা শিক্ষা দিয়ে বলেন তবে,
'ওঁর মতো শান্ত ও শিষ্ট হবে,
হোমরা-চোমরা আর গোমরা বটেন–
স্বদেশের গৌরব একাচোরা সেন।'

১৯৪৮

BANGLADARSHAN.COM

জানাজানি

জানাজানি নিয়ে মিছে হানাহানি
কে বা জানে কতটুকু?
পরীদের কথা বড়রা জানে না
জানে ছোট খোকা-খুকু।
তেপান্তরের মাঠের খবর
কোন বড়বাবু জানে?
শরতে শেফালি কুড়োতে কী মজা
লেখে কি তা অভিধানে?
বাদলের মেঘে ময়ূরেরা নাচে
রোদ্দুরে নাচে মন,
কেন যে সে কথা কারো জানা নেই
যত পণ্ডিত হোন।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটদের মনে হাসির তুবড়ি
দিন রাত কে বা জ্বালে,
বড় হলে লোকে কেন হাঁড়িমুখে
চলে গম্ভীর চালে?
কেন-কী-কোথায়-কবে-কার, সবি
বই প'ড়ে যারা শেখে
ফুল-নদী-তারা কেন ভালো লাগে
জানে তারা কোত্থেকে?

ছড়া

ছড়ায় ছড়া কে
বনের গাছে ঢেউয়ের নাচে
পাখির আওয়াজে!
বৃষ্টি ধারায় কে গেয়ে যায়
ঘুম-পাড়ানি ছড়া,
মুখের হাসি মনের খুশি
কোন ছড়াতে গড়া!
মাঠ পাহাড়ে দিঘির পাড়ে
ঘুঘুর ঝিঁঝির ডাকে
কেউ কি জানে সে কোন ছড়ার
ছন্দ জেগে থাকে?

BANGLADARSHAN.COM

শিশির ঝরার হাল্কা ছড়া
মেঘের গুরু গুরু,
গাছের পাতার ঝির্‌ঝিরি আর
বুকের দুরু দুরু,
চলতি পথের ছন্দে লেখা
নতুন দিনের ছড়া,
নৌকো বাওয়ার দুল্‌কি ছড়া
আশার বোঝা ভরা,
ভোর বিকেলে নানান সুরে
হরেক ছড়া শুনি,
টুকরো গুলি কুড়িয়ে এনে
ছড়ার মালা বুনি॥

১৯৫০

রান্নার কান্না

মির্জাপুরের মেসে অর্জুন রাঁধুনি
কার্যে রম্ভা তার বাক্যেই বাঁধুনি।
তরকারি রাঁধতে যে দরকার লঙ্কার
সেটা জানে বলে তার মস্ত অহঙ্কার।
গর্বে সে সর্বদা রেঁধে চলে তড়বড়,
মন্দ যে বলে সে-ই তার মতে বর্বর।
কেউ তার রান্নায় যদি কোনো দোষ ধরে
তক্ষুনি অর্জুন চটে ওঠে ফোঁস ক'রে।

বেপরোয়া অর্জুন রাঁধে মাছ মাংস,
হাঁড়িতেই কাঁড়ি-কাঁড়ি থাকে অধিকাংশ।
খায় না তা চাকুরেরা, খায় না তা বেকারে,
বেড়ালেরা দূরে থাকে, ঠেকে আছে শেখারে
শেষটায় চটে-মটে অর্জুন একলাটি
নিজেরি রান্না নিজে খেয়ে নিলো একবাটি;
সেই থেকে অর্জুন ছেড়ে দিয়ে রান্না
বলে—এ রসুই খাওয়া কম্ম আমার না॥

BANGLADARSHAN.COM

দামু

যদিও উদর চলে চুরি আর ভিক্ষায়
তবু দামু সারাদিন সবার অধিক খায়।
আশে পাশে যাহা পড়ে
চুরি করে অকাতরে
মার খেয়ে পাশ করে ধৈর্য পরীক্ষায়।

কিছু খায় ছিনিয়ে সে কিছু চেয়ে-চিন্তে
দাম দিতে ভোলে সদা সব কিছু কিনতে,
যায় আমজাদিয়া-ই
খায় দাম না দিয়েই,
লপসিটা চাখে হলে জেলের বাসিন্দে।

গাছেরটা খায় দামু, কুড়োয় তলারটা
নিজ-পরে ভুলে বলে–'কে বা খায় কারটা?'
কণ্ঠির মহিমায়
মোচ্ছবে পাতা পায়,
পৈতা গলায় দিয়ে জোটায় ফলারটা॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥